সূচীপত্র

শ্রী বিরাম মুখোপাধ্যায়-কে
শ্রী হীরেন মিত্র-কে

আমাদের প্রকাশিত কবির
অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ :

ঈশাবাস্য দিবানিশা
স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত
সংবাদ মূলত কাব্য
বছর পঁচিশ

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

সত্তর বছরে

যাঁকে চেনা মনের একটি জয়,
মানবিক বড় অভিজ্ঞতা।
আশ্চর্য সে মন, ব্যাপ্তি যার সর্বদিকে,
শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, সঙ্গীতে, অথচ
প্রত্যহের জীবনসম্ভোগে—এমন কি জর্দাপানে,
ধূমপানেও কিংবা ধূমপান ছেড়ে! অসামান্যে সাধারণ।

এ মনের বিপরীত মামুলি বিজ্ঞতা;
এ প্রাজ্ঞের জগতে যা স্থান তার যোগ্য বিশেষজ্ঞ
মাহাত্ম্যের কেল্লা নেই, অবারিত দ্বার।
মানের ভারিক্কি আত্মপ্রীতি নেই, উদাস উদার;
সরকারী বা সাংবাদিক জেল্লা নেই,
নেই দুনিয়ার কিছু বা কাউকে বর্জনের নীতি।
সকল বিষয় আর মানুষের নির্বিশেষ সন্ন্যস্ত সম্প্রীতি,
প্রবল বাঙালী এই বিশ্বমানবের বক্ষে কেউ কিছু নয় ব্রাত্য।

কৌতূহল অন্তহীন, দুর্গম শূন্যের তত্ত্বে
তথা নিরপেক্ষ দৈনন্দিনে
জিজ্ঞাসা প্রখর সদা জ্ঞানে জ্ঞানে।
জানিনা এ অতি-মস্তিষ্কের জটিলতা
কোথায় পেয়েছে তার আত্মভোলা, বেহিসাবী,
নির্বিকার, সাত্ত্বিক প্রসাদ।
অথচ হৃদয়বত্তা এখানে দুর্লভ কি নির্বোধ কিবা মূর্খে,
এখানে যে দিন যায় সত্তা বেচে কিনে সফলে বিফলে
প্রতিদিন একই রসাতলে,
তাই আমাদের আজন্ম উদ্‌ভ্রান্ত অবসাদ, কূট ঘৃণা, লুব্ধ দুঃশীলতা।

আমাদেরই কলকাতায় এ জাতক আশৈশব প্রতিভায় অগ্নিময়,
সত্তরের জন্মদিনে তাই জরা শুধু কেশাগ্রেই ক্ষান্ত।
অমর্ত্য শিশুর শতায়ুই খুব স্বাভাবিক ॥

একি এ মৃত্যুর আলো

একি এ মৃত্যুর আলো ? জ্যোৎস্নারাতে কলুষের গ্লানি।
ভয় পাও ? মানবিক মন চায় মৌলিক সত্তার
কলুষিত মধ্যরাত্রি ? নাকি চায় প্রাগুষার শান্তি ?

শান্তি কি কেবলমাত্র জীবনমৃত্যুর ঘোলা ক্লান্তি ?
দীর্ঘ ইতিহাস তবে শুধুমাত্র হৃদয়বত্তার
আর মনীষার অতিকায় প্রেত ? শুধু প্রত্নপ্রাণী ?

আলো প্রায় অন্ধকার, তাও শুচি অন্ধকার নয়,
যেন অন্ধ ধৃর্তরাষ্ট্র, পক্ষপাতে জীবন্মৃত,
গ্লানির ক্লান্তিতে পঙ্গু, মূঢ়, একা, মূলত আত্মহা।

অথচ অর্জুন চায় মনুষ্যত্বে যেন তার হয়
সম্পূর্ণতা, স্বাভাবিক দুঃখে শোকে হর্ষে সমুত্থিত,
চায় চেনা পৃথ্বী হোক্ নীলাকাশে নিত্য প্রাণবহা,

চায় প্রাণ মানবিক স্বভাবে, সুভদ্রা সর্বংসহা
পৃথিবীর মানদণ্ডে বিরাজ করুক বরাভয়।
মানুষ বা জন্তু কেবা চায় বলো সর্বস্বে প্রলয় ?

নরলোকে লগ্ন সমাহূত

যে মর্ত্যে সকলে বাঁচি, সে মর্ত্যের কারা অধীশ্বর ?
আমরাই, মানুষেরা। কত শত বর্ষকাল ব্যেপে
তারাই মানুষ, তাই জানে তারা সকলে ঈশ্বর।

সে সত্য কি ধূলিসাৎ কতিপয় চোরা পদক্ষেপে ?

রংপা-র লাথিতে আর গুপ্তি-হানা হিসাবে দুহাতে
বিকাবে বিশ্বের পণ্য স্বদেশে বিদেশে কতকাল ?
সজ্জন সকলে জানে, তবু কেন যে যার গুহাতে
কেউবা গুরুজী খোঁজে, মহাশ্রমে কেউ বা জঞ্জাল।

অথচ প্রকৃতি কিংবা রবিদীপ্ত স্বপ্ন গান জ্ঞান
চিরকাল যেন ঐ দুয়ারে বা বাগানে প্রস্তুত,
স্বাগত-স্বাগত ডাকে অজেয় সংলগ্ন সেই ধ্যান
পরস্পর চৈতন্যে চৈতন্যে বাঁধা, এবং বস্তুত
এক বিশ্বময় ব্যক্তিতে বিস্তৃত ; আদম্-উদ্যান
পাপ-ক্ষয়ে মুক্তি-স্নাত, নরলোকে লগ্ন সমাহূত ॥

বৃদ্ধেরও হঠাৎ বুঝি মিতা জুটে যায়

জানি না যৌবন আজ কিবা ঠিক ভাবে।
শুধু বুঝি : জ্বালা তার তীব্র,
ঝনঝনাও শুনি বুঝি
মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন কিংখাবে,
দেখি চোখ অন্ধকার তারাজ্বলা প্রেমে,
কিংবা ঘৃণাভরে দীপ্র।

পাহাড় বুঝি এ নয়, একি এক নদী ?
মাঝে মাঝে পাড় ভাঙে,
চর তোলে জলে,
টলোমলো করে বুঝি মস্‌নদ বা গদিই।
বৃদ্ধেরও হঠাৎ বুঝি মিতা জুটে যায়
চরে চরে, এই তিনপুরুষের দলে॥

চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর

পুরাণ পড়েছে, তাই বালকটি স্বচ্ছ প্রশ্ন করে :
দাদন্‌দা !   এই কি প্রলয় ?
হিমালয় ডুববে কি বঙ্গোপসাগরে ?
হরগৌরী-ধোয়া জলে পাবো বলো কেমন আশ্রয় ?

বলি : ছবি আঁকো দাদা, প্রলয়ের পত্তন-উত্থান
আকাশ-পাতালে জোড়া, পূর্বে ও পশ্চিমে
আগ্নেয়গিরির শোনো-দেখ ঐ গান,
উত্তর-দক্ষিণ-জোড়া অগ্নিঢালা হিম।

বালকটি, তুলি মুখে, ক্ষণকাল ভাবে স্থিরধীর।

আর তারপরে আচম্বিতে ক্ষিপ্র টানে টানে—
পিকাসো স্তম্ভিত হন—শতায়ুর কাছাকাছি মোড়ে,—
বালকের দৃষ্টি স্থির, মনেপ্রাণে, যেন গোটা শরীরেই,
গের্নিকার পরে,
চিত্ররূপ ধরে এই মত্ত পৃথিবীর ॥

এক লক্ষ্যে খুঁজি

কালের রথের রশি, প্রায় প্রত্যহই,
চৈতন্যের চৌরঙ্গি বা অন্ধ গলি-ঘুঁজি
এ পথে সে পথে টানি, মননে স্নায়ুতে
—প্রায় প্রত্যহই আর প্রায় সর্বত্রই।

মনে হয় সেই ভারি চাকা নিত্য বই,
টান পড়ে মাঝে মাঝে নশ্বর আয়ুতে—
বিদ্যা বলো, বুদ্ধি বলো, জীবনের পুঁজি
সব কিছু অভিনব এক লক্ষ্যে খুঁজি।

মাঝে মাঝে হাওয়া খুঁজি ? হাওয়া অন্ধকূপে।
তখন কি মহাদেশে দম বন্ধ প্রায় ?
অথবা ড্রেনের গর্তে কটু-গন্ধ গ্যাসে
হাবুডুবু খাওয়া আর পাঁক-পচা স্তূপে
কিংবা গোটা দেশব্যাপী নর্দমার ব্যাসে
খুন বা খারাবি নয়, দৃষ্টি অন্ধ প্রায়,
সুদীর্ঘ বেঘোরে ঘোরা আর কাজ করা—

কিন্তু কিবা কাজ ? বাঁচা ? প্রাত্যহিকে মরা ?

অসম্পূর্ণ বর্তমানে

রাজেশ্বর রাওয়ের সম্মানে

না, এ ক্রূর যুদ্ধ নয়, অস্ত্রশস্ত্র বোমারুই নেই।
এ শুধু স্থানীয় জীর্ণ প্রকৃতির মত্ত প্রতিবাদ,

আশুলোভে দুস্থবুদ্ধি আমাদেরই অর্থাৎ স্থানীয় উঞ্ছবুদ্ধি ?
আমাদেরই কৃতকর্মফল।
গাছপালা বন বা বাগান
সমস্তই শতবর্ষাধিক হত্যাযজ্ঞে মুমূর্ষু বিরল
জরাজীর্ণ হরিতের, মৃত্তিকার, পাথরের প্রতিবাদ—
আকাশেরই যেন এক নকসালী মেজাজ, রাগ। তাই মহাকাশ
নীলাম্বর হয়ে যায় ধূলার উন্মাদ নটনৃত্য, উদ্দাম, নিঃশ্বাসরোধী,
চোখ অন্ধ, চলৎশক্তি স্তম্ভিত, অনড়। পরমুহূর্তেই
ঝড়, ঘূর্ণিঝড়।
আকাশের, পৃথিবীর উন্মাদ আবেগ
এই পূবে, এই বা দক্ষিণে, বায়বী এশানী প্রায় অষ্টদিকে,
কিংবা বুঝি আকাশপাতাল জুড়ে দুনিয়ার দশদিকেই।
উচে নিচে, পাতালে আকাশে সর্বত্র ক্রন্দসী-লোভী,
আর নিচে বেগের আবর্তে যেন বা উলুপী ক্রুদ্ধ,
অর্জুন অর্জুন ডাকে, অঝোর কান্নায়।
তারপরে খোলো জানালাদুয়ার।
আহা কী আরাম, শান্তি, স্তব্ধ, মোলায়েম।
আকাশ বাতাস
যেন বা লুব্ধতা যেন উন্মত্ততা ঝেড়ে মুছে স্নাত সভ্য
শাস্ত পূর্ণ মানবসমাজ।

সে মানব সে সমাজ মনেপ্রাণে দেখি দশদিকে।
স্বপ্নে ? তা বটে তো। কিন্তু ভ্রূণ বর্তমানে বাস্তবিকও বটে॥

আকাশ পৃথিবী শান্তি

১

অনেক টিলার মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ বালি-ধারা,
অথচ মরুর রিক্ত চেহারাই এখানে ওখানে—
যদিও প্রাচীন মরু নয়, দেড় শতাব্দী খানেক,
মানুষেরই গড়া গোবি অথবা সাহারা
—কথায় কথাই বাড়ে উৎপ্রেক্ষা পরে কত ভেক্ !
মাতা মাটিকেই হত্যা করে লোকে অজ্ঞানে সজ্ঞানে।

২

মাঝে মাঝে আঁধি অনুরাগে রাগে ক্ষ্যাপে মাটি
আকাশে বাতাসে; যেন দশভুজা মাতে।
পূবের ত্রিশূল নীলে পাহাড় উধাও ধূলা-মেঘের সজ্ঘাতে
নৈঋতের মেঘে-মেদুর মেদিনী মেলে দেয় তার দেহ,
পূর্ণ নারীর এলানো শরীরে সংহত প্রেমস্নেহ।
তাই কি খোদাই অথচ কোমল, লম্বিত, পরিপাটি ?

৩

বৃষ্টি ?   বৃষ্টি মাধুরী ছড়ায়, ধূলাগ্লানি সব ভ্রান্তি,
বস্তুতই এ পাকা জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে আষাঢ়ের ক্ষান্তি
দেগ, ঘ্রাণ টানো, আকাশ পৃথিবী অবিচ্ছিন্ন শান্তি

আষাঢ়ের এপারে ওইপারে

প্রত্যহ এ দিনকাটাও-বাদ মুমূর্ষার স্বাদ মুখে আনে !

ঘুমন্ত সাগরে নীলস্বপ্নোত্থিত ইউটোপিয়ায়
আর থেকে থেকে আচম্বিতে জাগরণে
যেন এক বেঘোর নৈরাশ।

কোনো আশার সন্ধানে সামগানে যদিবা জীয়ায়
জাগ্রত সত্তার ভাষা দেহেমনে সদ্য সারস্বত লাস্যে,
পাণ্ডুর ভোরের ব্যাপ্ত লাল আলো শুচি হাস্যে
ছুঁড়ে দেয় ভাড়াকরা ঘরে আরেক সংজ্ঞাতে
আমাদের মৃত্যুহীন রৈবিক প্রভাতে।

হয়তো কখনো—বস্তুত প্রায়ই—কারো মনে হয়
আবার সারাটা দিন সেই পাপপুণ্যক্ষয় !
আর নইলে পকেটে বা ব্যাংকে কিঞ্চিৎ সঞ্চয়।

হ্যাঁ, রোজ না হোক্, প্রায়ই প্রাণধারণের গ্লানি
ক্লান্ত করে, তাই আত্মপ্রকাশের বাণী
কণ্ঠাগত যদি হয়,—তাও ব্যর্থ নয়।
তবু যেন সূচিকাভরণ
আজীবন আমরণ সদ্যস্পর্শে আকাশে জাগায় মৃন্ময়ে চিন্ময়।

আর রবীন্দ্রনাথের স্থিতধী বিরাট দৃষ্টি
দেখা যায় চতুর্দিকে এখানে ওখানে মনে মনে,
ভুবনডাঙার মাঠে ব্যাপ্ত রৌদ্রে কোপাইতে বৃষ্টিজলে
চতুর্দিকে যথার্থই নানা মৌল শিলাইদায় শান্তিনিকেতনে,

কি উত্তর কি দক্ষিণ অয়নের এই ধীর এই ক্ষিপ্র
প্রান্তরের সূর্যোদয়ে আলাপে বিস্তারে,
শহরের ভাঙাচোরা ঘরে, সমতলে পাহাড়ে বা গ্রামে
তেপান্তরে অটল পাহাড়ে অক্লান্ত নির্ভয়
সঙ্গীতের অন্তরস্থ ইতি-প্রত্যয়ের দেহে-মনে
এই দীপ্র এই স্নিগ্ধ দীপকে মল্লারে
আষাঢ়ের এপারে-ওপারে
বৈশাখীতে আগামী শ্রাবণে ॥

কেন আত্মউপন্যাস ফাঁদি

তাহলে কি কিছুতেই কোনো আশা নেই ?
কি ক'রে তা সম্ভব, জানো কি ?
যদি বলো জানাবার কিছু নেই, ভাষা নেই,—
তবে অতি মানুষের দেশে যাও, দৈত্য বা দানো কি ?

ও কথা বলাই মানে ফল্গু আশা আছে,
মনের আলস্যে শুধু যায় না তা বলা।
কিঞ্চিৎ নাটক মাত্র, পাত্র নিজে, পাছে
অহংকারে ভেঙে যায় গলা।

তার চেয়ে ভালো হবে, এসো কিছু কাঁদি,
মেনে নিই—এ অবমাননা।
উপন্যাস-ও কল্পনাই, কেন আত্মউপন্যাস ফাঁদি !
তার চেয়ে বুক বেঁধে বাঁচাই ভালো না ?

সুজলা সুফলা

শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের সম্মুখে বর্ণনা

সুজলা সুফলা সেই মলয়শীতলা ধরণীভরণী
বন্দনীয় মাতৃভূমি ঋষি (ও হাকিম) বঙ্কিমচন্দ্রের
সেই গণ-স্তোত্রগান এখনও হয়তো আনন্দের
শীর্ষ-চূড়ে কোনো সভায় স্বয়ম্ রবিঠাকুরের
সুরে সর্বাঙ্গ শিহরে অচৈতন্য শব্দব্রহ্মে ধনী
সমকণ্ঠে ওঠে সহস্রের গান, পাশের দূরের
দেহেমনে সমভাব, মৈত্রী—রাখীবন্ধনে শপথে ।

সে গান প্রাণের রন্ধ্রে, মন জাগে ধ্রুবছন্দে, গানে
ভাবের সমুদ্র থেকে ভাষা ওঠে দোঁহে একাকার,
যেমন অন্তরে দেহ জাগে, দেহে স্বপ্নের প্রয়াণে
ভাষা ওঠে সফেন চঞ্চল নৃত্যে । পরমুহূর্তে আবার
কাশীমিত্রঘাটে দেখ, যিনি ভব্য সুশোভন সদা
অসামান্য দিব্যকান্তি কবি, আমাদের ভাগ্য গণি,
নগ্নবক্ষে সদ্যস্নাত !—সুখদা বরদা দেশে, পথে ॥

নয়নাভিরাম নীলে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া

গ্রামীণ উদ্বেগ তীব্র, মেঘ হাওয়া ছোটে প্রত্যহই,
আমজাম ঝ'রে যায়। কিন্তু কী বিচিত্র ঘনশ্যাম
রঙের বাহার আনে বেগের উল্লাসে
চোখের নন্দনে আর স্বেদাক্ত শরীরে
আমাদেরই বিলাসী আরাম!

শহুরের ত্বকে কিন্তু সংবেদ্যতা কই?
কখন? কোথায় বৃষ্টি? মাঠক্ষেত ভাসে
অন্তত দু'ঘণ্টা-টাক, লাঙল হাজির ধীরে ধীরে,
মৃত্যুহীন আশা জাগে,—যদি বিধি নাই হন বাম।

মেঘের ঐশ্বর্য দেখে ভিন্ লোকের ভিন্ন প্রতিক্রিয়া,
কারো পেশী তৈরি হয়, কোনো যক্ষ ভাবে কোথা আয়তনয়না।
ওদিকে পাহাড় যেন শ্রোণিভারাদলসশয়না,
নয়নাভিরাম নীলে কেবা যক্ষ কোথা তার প্রিয়া!
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, সুখ তাই দুখজাগানিয়া।

ভিজে হাওয়া ওঠে, নামে, ক্ষ্যাপে, ছোটে মেঘ অবিরাম।
মাঠে ক্ষেতে শোনা যায়: বহুত বহুত আজ কাম্॥

মন্ত্রী মশা'

ব্রেখটের উত্তরাধিকার মানি,
মস্ত লেখক, মানুষও বীরত্বপূর্ণ :—
সেই যে বলেন :
জেনারেল !   তোমার ঐ ট্যাংকটা জবরগাড়ি বটে,
একাই ছাতু করতে পারে
একশো মানুষকে ।
কিন্তু ওর একটি দুর্বলতা ;
ওকে চালাবার জন্যে লাগে মানুষ ।

মন্ত্রী মশা', তোমার হুকুমবরদার রেলগাড়ি জবর ।
বাতাসের মতো জোরালো ওর ছুট, ভারও বইতে পারে
রাজধানীর হাতীর চেয়ে বেশি,
কিন্তু ওর ঐ একটি গলদ :
ওকে চালাতে গেলে মানুষ লাগে, মজুর লাগে ।
রেললাইনে রেলগাড়ি চালায় মানুষেই ।
সিদ্ধান্তের সময়টা সে ভুল করতে পারে
এলোমেলো নেতৃত্বে ।
কিন্তু সে মানুষ, ও মন্ত্রী মশা' !
সেও তোমারই মতো, তোমার বাপ-ছেলের মতো
বাঁচতে চায় ॥

হাসির নেই কোনোই অধিকার

হাসির নেই কোনোই অধিকার,
অথচ তবু হাসতে হয় চোখের জলের ভয়ে।
ভয় নিজেকে, যেমন কৃতদার
নিজেই হয় প্রশ্নময় যুগল সংশয়ে।

কিংবা মিতা অথবা কমরেডে
সত্তা খোঁজে প্রত্যয়ের লোভে।
দেয়ালে চিড়, তখন রেড্-এডে
পর্দা নামে নৈরাশ্যে ক্ষোভে।

এ দল থেকে ও দলে ভেড়ে, গড়ে,
আবার আশা ভাঙে দলীয়তায়—
চোট্ লাগে লাল ললাটে, আর পড়ে
কী নীরক্ত ছায়া স্বকীয়তায়।

আমার নেই কোনোই অধিকার,
হাসিরও নেই,—কেই বা হাসে কাকে ?
যে জঙ্গলে প্রায় সবাই শিকার,
সে বনে কোন্ হরিণ বাঘ-ডাকে ?

সর্বত্র আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

প্রচীন শরীরে মন আজও অর্বাচীন,
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে হর্ষ আজ তাই দুখজাগানিয়া।
মন আজও অবিজিত, যদিও দুনিয়া
অনেকাংশে ইতর, কুটিল, অন্ধ, মূলে বুদ্ধিহীন।

তা সে এই ভূতপূর্ব রাজধানী, আমাদের এ কলকাতাই,
অথবা হস্তিনা ইন্দ্রপ্রস্থ, পাঠান মোগল কিংবা লাট
কার্জনের কবন্ধ শখের
ইল্লিনয়া দিল্লি হোক, শত ছদ্মবেশী, স্বদেশী যখের
আর বিদেশী ভূতের লীলাক্ষেত্র, সর্বত্র, সবাই
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, কেউ বা শিকারী আর কেউ বা শিকার।

শহরে বটেই, গ্রামে দূর গ্রামান্তরে, ঝরাকাটা মরা বনে
সর্বত্র দুর্দশা স্থূল প্রকাশ্যে, গোপনে।
সর্বত্র কম বা বেশি প্রচ্ছন্নে প্রকাশ্যে জীবন্ত বিকার,
তা সে কম বা বেশিই হোক্ স্বকীয় স্বকীয়া কিংবা পর পরকীয়া।

প্রথম আষাঢ় দিনে সবাই বিরহী যক্ষ? ওগো দুখজাগানিয়া
এসো ঘুম ভাঙানিয়া॥

এখানে জীবনমৃত্যু নাঙ্গারূপে

এখানে জীবনমৃত্যু যথাযর্থই অনেকটা নঙ্গা-রূপে চলে।
বন বা বাগান দুইই মরা, মাঠ প্রান্তর উলঙ্গ।
গ্রাম্যজন বাসে গ্রাম্য, মনে-প্রাণে নকল শহুরে।
মনে ভাবে তারাও তো শহরের,—আমাদের আশাভঙ্গ
বিশতিরিশ বছর পরে তারাও ভুগবে, ঠিকা জীবিকার পথে ঘুরে ঘুরে
তিন পুরুষ শহরেরই মতো দলে দলে।

আজন্ম শহুরে লোক বয়সে যে দেখেছি প্রচুর,
শহর বস্তুত সভ্য শহর কোথায়? শুধুই শহরতলি।
আর গ্রাম? একপক্ষে মৃতপ্রায়, অন্যপক্ষে শহুরের দূর
সাধ আহ্লাদের লোভে হতে চায় মফস্বল শহরের গলি
—কলকাতাও মফস্বল প্রাদেশিক রাজধানীই, সাম্রাজ্যের বলি!

অবশ্য শহরে বন্ধুবান্ধব অনেক, নানা বয়সের,
কিছু শিল্পসাহিত্যের, কিছু রাজনীতির তীব্র মুখর সন্ধ্যায়,—
সীরিয়স বা আড্ডায় যা স্বাভাবিক! নানান রসের
রম্য কিম্বা তিক্ত আলোচনা। আর দশটা ছটা জীবিকা-ধান্দায়,
অভ্যস্ত জীবনে একদিকে স্পষ্টতর, অন্যদিকে নানা গৌণ
আকর্ষণে কেটে যেত (শব্দটা শাহেবী!), সম্প্রতি জীবন মৌন,
আরো কষ্টকর, অভাব ও দুশ্চারিত্র্য নিত্য প্রাত্যহিকে।

বয়সে মুশ্‌কিল বড়, এগোলে বা পিছোলেও সেই চর।
জল নেই, জল যদি হয়; তাহলে বন্যাই।
লড়ায়ে যে রুখবে, তার সদবুদ্ধি কোথায়?   কোথা অস্ত্র?
তাই বলি সহকর্মী শোনো সবে শিবসদাগর!
জানো কি তোমার আজ নেই তিন, কোনো একটিও কন্যাই।
দুঃখের লোভের রূপ আরো সোজা আরো যে বিবস্ত্র।
আকাশে বাতাসে মেঘে সূর্যে জ্যোৎস্নায় মন
তাই সহজিয়া ব্যথায় জাগর॥

সময় খারাপ

হাওয়ায় কলুষ, জল সংক্রামে দূষিত,
ক্ষেতে অতিসার বনজঙ্গল কাটা।
ভারতরত্ন! যতই পদ্মভূষিত
লাখে লাখে করো, দেশের কপাল ফাটা।

ইয়াংকিডুড্‌ল্ বলে : 'দেব সব দুধভাত।
বলে : গোটা দেশ একাই করব ক্রোক,
শ্বেতসিংহেরা ফোঁপাক্ মাথায় হাত,
থেকে থেকে হোক জাপ্‌জার্ম্যান শোক!'

অথচ নরকে গ'ড়ে তোলা যায় স্বর্গ,
যেমন করেছে রুশেরা মনস্থির।
গৃধ্নুর মাথা কেটে দেবে শেষ খড়্‌গ
মানুষেরই শুভবুদ্ধি, তাই সে বীর।

হয়তো সময়বিশেষে রাস্তা তির্যক,
যেমন লেনিন সেই হেনডরস্‌নকে
ফাঁসির মঞ্চে তুলে নামালেন পঙ্কে,
যে সমর্থন অন্তে সদর্থক।

পরন্তু, সাধারণত, চক্ষুকর্ণ
খুলে রেখো : কেবা পিসিঙ্গার বা পিগ্‌সন্!
হোক্ পশ্চিমা, হোক্ না শ্বেতাভবর্ণ।
সময় খারাপ, হাতে রেখো অনুবীক্ষণ॥

শিকার সে ব্যাপক হন্যের

অবজ্ঞা ? বিরাগ ? রাগও বটে হয় মাঝে মাঝে।

কিন্তু দায়িত্ব একার নয় ; সাধারণত অন্যের,
দশের, দেশের, বিদেশেরও, কমবেশি প্রায় বিশ্বব্যাপ্ত।
মানি, এও হার বটে, স্থৈর্য যদি চ্যুত হয় ঝাঁজে,
রাগে—অনেকাংশে রাগে, যেহেতু অনেকে রপ্ত,
রপ্ত আজও প্রকাশ্যতায়। লক্ষ্য তাই অন্ত করা যত জঘন্যের।

দায় সকলেরই, সান্ত্বনাও তাই। নিশ্চয়ই, আরো অনেকের—
মোটামুটি যাকে বলে—প্রতিক্রিয়া, এরই সমগোত্র।
কিন্তু এই অনেকের বুঝি সঙ্ঘ নেই, সক্ষম সমিতি,
অন্তত এদেশে। আর এক বা কয়েক ব্যক্তি হাজার একের
ভগ্নাংশই, পূর্ণ সংখ্যা নয়। ফলে, ব্যাপ্ত হয় না প্রমিতি।

প্রকৃতিতে তাই অপচয়। আশা তবু র'চে যায় স্বধর্মের নিত্য স্তোত্র।

তথাকথিত সভ্যতা বা পণ্য ব্যবসা যে নির্লজ্জ, স্বার্থে বা লোভে, বন্যের
অনেক অধম, যেহেতু অসুস্থ বন্যোত্তর, অনেকের বা একের
—অর্থাৎ নিজের বা নিজেদের, অনেকেরই।
জানি বৈকি, নিজেই যে শিকার সে ব্যাপক হন্যের॥

শোনা যায় সেই মানুষই

আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল কি ? সারাদিন অনাবৃষ্টি,
থেকে থেকে কোথা ভিজা হাওয়া ওঠে সে কোন্ দিগন্তরে
মনের হরিষে নিদ্রা যে হবে, সেই রিম্‌ঝিম্ কোথা !

প্রত্যহ বালি ধুলোর ঘূর্ণি ঢেকে দেয় ! এ কী রিষ্টি !
কুয়ায় ফাটল, গ্রামে গ্রামান্তে বালিঢাকা মরা সোঁতা—
আকাশ-পৃথিবী লুব্ধের মূঢ় খরায় ও বানে মরে ।

এ বৈপরীত্যে আশাও পালায়, দেশী দেবদেবী বাম,
তাঁরাও শুনেছি সাম্যের সাম গান, ও পান্ প্রচুর
শুভবুদ্ধি যে দেশে পূজারী কোটি মানবিক সেই দেশে,

অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিই নিয়মের অবিরাম
নিয়ন্ত্রণের জ্ঞানে বিজ্ঞানে যে জগতে হবে দূর,
দ্বৈতাদ্বৈতে মানুষই যে গড়ে দেবতা মানববেশে ।

শোনা যায় সেই মানুষই আনছে ধনুর্ভঙ্গে সীতা,
যিনি লাজে ক্ষোভে কখনও হন না মর্ত্যান্তর্হিতা ॥

আর ভাঙে চর

এখন হওয়াই ভালো সেই বুড়ো শিবসদাগর,
নামেই যা সদাগর, বৃদ্ধ দেহে জরা।
মনেপ্রাণে যৌবনের ওরে সবুজ ওরে অবুঝ আশা!

এ পাশে ও পাশে যেন পক্ককেশ বালি
আর নানা ধরনের চড়া, কদাচিৎ জলা, বক, চখাচখি
আর শরবন, কোথাও বা ছোট বাঁকা স্রোতধারা—
সেইখানে সমুচিত চৈতন্যের বাসা।

—তিন কন্যে চরে চরে বসেন বসান
এক কন্যে হঠাৎ হঠাৎ বাপের বাড়ি যান
আদ্যিকালের অন্য দুজন বর্তমানে খাওয়ান আর খান।

তিনটে বয়সে মিলে বাঁচি বর্তমানে,
কত কি জমেছে জানি দীর্ঘকাল থেকে,
খুঁজে পাওয়াটাই শক্ত, কোথায় কি ঢেকে
রেখেছি বা রেখেছে কে, গেল কোথা, মেলে না সন্ধানে।

অথবা হঠাৎ মেলে, অসময়ে যখন সাগর
ঘুম ঠেলে জেগে ওঠে, ঢেউ তোলে, আর ভাঙে চর॥

অতৃপ্তি নৈর্ব্যক্তিক প্রায়

বাল্যে নাকি ছিল অন্তর্মুখ তার মন,
কৈশোরেই ব্যক্তিগতভাবে উদাসীন,
প্রথম যৌবনে নানাজ্ঞানে দ্বিধাহীন,
অকাল প্রৌঢ়ত্বে তাই ক্ষিপ্র আরোহন !

তারপরে যত পরিণতি ছোটে তত
দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু নিত্য নিজ আবিষ্কারে
নবনব দিগন্তরে শৈশবেরই মতো
আনন্দের রূপান্তর, কখনও ধিক্কারে
শিল্পের চুম্বকে লগ্ন ঘোরে ত্রিভুবনে,
মেলায় স্বতই-ভোগী সন্ন্যাসীশ্রমণে।

অথচ অতৃপ্ত প্রশ্ন আত্মপরে, তবে
সে জিজ্ঞাসা ব্যক্তিতেও নৈর্ব্যক্তিক প্রায়।
তাই তার দিন-রাত্রি ঊষায় সন্ধ্যায়
হরগৌরী, যন্ত্রণারই নন্দিত বৈভবে ॥

কোটি কোটি জন প্রত্যেকে সৎ নেতা

আকাশে মুক্তি ! অথচ আকাশই ঘোরতর অপচেতা,
হাতে তার নানা রঙের ধন্থর বাহার।
উড়নচণ্ডী, যেন বা নিজেই সব করে পানাহার,
হেরে-যাওয়া ভাবে পৃথিবীর বুকে জেতা।

তাই যদি হয়, এত শক্তিই ধরে যদি শত হাতে
তাহলে নিজের বিরাট শূন্যে ফাটায় না কেন বোমা !
মহাআণবিক সে বিস্ফোরণে পৃথিবী যে প্রতিলোমা,
সেই দুর্যোগে হয়তো বা হত ধ্বংস সে সংঘাতে।

কিংবা, যেহেতু মহাকাশ নয় জীব-মানুষের মর্ত্য,
বিপরীত হত : যত শয়তান পালাত বাইরে,—নরকে,
সেখানে জলত যথোচিতভাবে, ছুলত চরম চড়কে।
তারপরে—তারও পরে আছে নাকি ? সবেরই কি সেই সর্ত ?

জানি না সঠিক, থাক্ বা না-থাক্, শেষ হত হারা-জেতা
বর্তমানের গোরে বা শ্মশানে, স্বদেশে কিংবা বিদেশে—
শতদেশে-দেশে উঠত বাঁচত হেসে,
খাটতও কত কোটি কোটি জন প্রত্যেকে সৎ নেতা।

জীবনে চাও প্রাণ

তোমার মাটি দুর্মর, তাই তোমার সত্তা
হার মানে না, বাঁচে ত্রিকাল ব্যেপে।
শত্রু বহু, মানবিক ও প্রাকৃতিক বা কিছু,—
আকাশে মাথা তোলার কাল, আর রেখো না নিচু।
প্রাণ বিকিয়ে ধান চেওনা, দু এক পালি মেপে।
নতুন ক'রে শপথ তোলো, নিজেই তুমি কর্তা।

জল মেলে না, মিললে জোটে অসাবধান বান।
আইন বড় দুচোখ-কানা, ছেনাল সর্বনেশে।
নরসমাজ বানর নয়, শুধুই একপেশে,
মানের দায় মাথায় রাখো, জীবনে চাও প্রাণ।
বিশ পুরুষে যা করেছ আত্মভোলা হেসে,
এবার তাকে শোধন করো, স্বাধীন করো মান॥

অথচ আশাই

মানি, আজ থেকে থেকে অনেকেই, মনে হয়, মানি
ক্লান্তির মুহূর্তে, মনে আজ যেন কোনো ভাষা নেই,
জীবনের প্রাত্যহিকে আজ অনেকেরই আশা নেই।

অথচ আশাই শুনি মানবিক ধর্ম, সত্তা, বাণী।

তাহলে এ দ্বৈতে, দ্বন্দ্বে, কিবা হবে চিন্তা, অনুভূতি ?

এই দীর্ঘ সভ্যতার, জীবন-স্বপ্নের স্মৃতি শ্রুতি
যদি আজ নাই থাকে এ ভারতে, এই ভূ-ভারতে
ভূমিজ ও সত্যে সৎ ? তাহলে কি কেনা সদসতে
জীবনধারণ বা জীবিকাই পালন করাবে ভাবো ?

মড়কে না, প্রচ্ছন্নে না, পাশার সভায়, নরকের
নগ্নদাহে সমাধান চাও। আর সেই ধর্মের বকের
মতো ওঠো অগ্নিকুণ্ডে, আর উজ্জীবনে ডোবো, নাবো॥

শহুরে গোয়ালে

শহুরে গোয়ালে, উপমায় নয়, বাস্তবে করি বাস !
গরু মোষ আর মানুষ জাতীয় কত যে আজব জীব !
পাড়ায় পাড়ায় ফাঁকি জায়গায় ঘ্রাণে কাণে সন্ত্রাস
আর যন্ত্রণা হানে সারাদিন স্ত্রীপুরুষ আর ক্লীব,

আর, বালক বা বয়স্থ যুবা প্রায় তোলে হুল্লোড়,
নানা সাজে দেখ মাঝে মাঝে নানা প্রণয়ের তোড়জোড় ।
কেউবা তরল স্ফূর্তিতে মেতে ধন্য করেন ধরাতল,
কাদায় ধুলোয় এক ঘুম দিয়ে লাগান্ মদির কোন্দল !

আর, সারাদিন গৃহহীন ঘোরে খেদানো কয়েক পাল
জারজ কুকুর, খুঁজে মরে কলকাত্তাই জঞ্জাল ।
আর বস্তি বা রাজপথে শানে গাড়িবারান্দাবাসী
সেরে যায় প্রাতঃ-নৈশ-কৃত্য । কি আসে কান্না ? হাসি ?

শ্রাবণ-আকাশে

শ্রাবণ-আকাশে নানান্ মেঘের গঠন রঙ্গে
আলোর শতেক স্বরসপ্তকে নয়নাভিরাম বর্ণভঙ্গে
বিরাট পটের পলকে পলকে বহুরূপী এই চিত্ররচনা
অনড় করে যে জানলায় ছাদে রোয়াকে যেখানে থাকি।

কিন্তু ওরা যে নিজের ভাষায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে
কি যেন সেকালে বলেছেন সেই খনা !
দোহদা মাটিতে কালো গেরি কই ? এখনও যে পোড়া খাকি !
লাঙল কোথায় চলে আহা কাদা-জলে !

আত্মীয় নই, শুধু দূর মিতা। কি বলি ? এদের চোখে
চিত্র-বাহার আরেক ধারার অন্যরকম গড়ন।

সহাবস্থান প্রাণে মনে চাই,
পরন্তু নেই আপাতত সেই সহজীবন ও মরণ।
দান দাতব্যে ভূদানের রোখে
সেতু তো গড়ে না, অমিত্র থাকে অক্ষরগোণা ভাষা।

তবু উভয়েরই মুক্তি-বাঁধার একটিই আছে ধরণ।
বিশ্বাস তাই ? হ্যাঁ, তাই একটি আশা॥

এ অন্ধকারে কি দেখ সুরঙ্গমা

এই আমাদের ক্লান্তি কি পাবে ক্ষমা ?
ক্ষমা কে করবে ?   তারাও ক্লান্ত নয় কি ?
এমন কি যাকে জড়পিণ্ডই বলো,
মনে হয় সেই পাহাড় ঝর্ণা নদীও
ক্লান্তির দাহে ঝুরুঝুরু বালিচড়া ।
পূর্ণিমা চাঁদে ও কারা জমায় অমা ?

এত নির্বোধ এতই কুটিল, যদিও
নিজেই হয়তো জানবে না গোটা আয়ুতে,
কোনোদিন চোখ করবে না ছলোছলো ।
অমাবস্যা এ নির্জন ভার বয় কি ?
একক রাত্রি একযোগে ভাঙাগড়া
করবে কি নবজীবনের শুচি বায়ুতে ?

আর কি ত্রিকাল কাকেও দেবে না ক্ষমা ?
এ অন্ধকারে কি দেখ সুরঙ্গমা ?

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু

বলবে কাকে : ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু ?
একালে সেই প্রভুকে দেখা শক্ত,
কারণ বুঝি শতেক প্রভুর কয়েক লাখ ভক্ত।
একালে বুঝি ক্লান্তিটাই অন্যায় ? তা হতেই পারে, তবু

তোমার আমার কয়েকজনার মানস রাবীন্দ্রিক
ভাষাই খোঁজে, যদিও সেই মহাপুরুষ একক মাহাত্ম্যে
অতুলনীয়, যেন বা অতিমানব, নৈরাত্ম্যে
স্বাধীন তিনি। একালে বুঝি কেউই নেই সেই রকম কেন্দ্রিক !

অথচ জানি—কে না জানে—গোটা মানসে, তাই উচিত কাম্য,
বিশেষ ক'রে সাম্প্রতিক জীবনে ছন্নছাড়া—
গোটা দেশটা ছিন্নমস্তা, তোড়জোড়েরই তাড়া,
কবে শতেকে দশ মানুষ মান্‌বে শ্রমে সাম্য ॥

তবে তো বাস্তব হবে

সে বলে : এ কাজে কোনো লাভক্ষতি হারজিত নেই
এ কেবল কাজ কিংবা কাজ-কাজ সৃষ্টি, নেই ছুটি।
সে বলে : কাজেই খেলা জমে, দুয়ে বিপরীত নেই,
অভিন্নহৃদয় দুই মিলে গেলে তবে এক জুটি।

কলের গর্জনে আর উচ্চচূড়ে কপোত-কূজনে
ক্রমগ্রন্থি দৃঢ় থাক্—বৃহত্তর একান্নবর্তিতা
লক্ষজনে, শতজনে, দশজনে—তবেই দুজনে
অচিরেই সত্য হবে বহু প্রাজ্ঞ ভাষণ বক্তৃতা।

তবে তো বাস্তব হবে দুস্থ রুগ্ন বিবিক্ত ভুবনে
দেশে দেশে সর্বস্তরে দীর্ঘজীবী মানবিক মিতা॥

সত্য আজ লেনিনেরই

ক্ষমা নেই ?   প্রাক্-নরক এই অবসাদে ?

কিবা দিন কিবা রাত্রি কিবা রবিবার
প্রত্যহই ছিন্নমস্ত, বস্তা বস্তা-ক্লান্তি
বিলি করে, ফেরি করে, ঢাকে গুপ্তি খাদে।

এ ক্লান্তির হার মানে হাজার ধিক্কার,
আত্মপর চেনা দায়, আকাশেও ভ্রান্তি।

অথচ সহ্যের শক্তি জাড্যে সীমাহীন,
তিক্ত হাস্যমুখে বলে, মানব অজেয়
জীবশ্রেষ্ঠ বটে, কেবা তার সমকক্ষ ?

দেশেরই দুর্দিন ?   সত্য।   জানি পক্ষাপক্ষ।

অবশ্য সম্প্রতি মাত্রা হ্রস্ব, ঘৃণ্য, হেয়।
প্রায় সকলেই বলে : কী ঘোর দুর্দিন !

তাহলে ?   দুর্দিন হবে কি ক'রে সুদিন ?
চেষ্টার অসাধ্য তা কি ?   শ্রেয়ই তো প্রেয় ?

সত্য আজ লেনিনেরই।   অসার রুদিন্॥

প্রাত্যহিক মানবজীবন

তবুও লাবণ্যে বলো একী পূর্ণ প্রাণ !

সে যে বড় দায় নাকি মহাদায়িত্বই—
থেকে থেকে মহাশূন্যে রাত্রিদিনে মিলিত আভায়
আর রাত্রিব্যাপী লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রে বা চাঁদিনীতে
আর কখনও বা জমে যাওয়া সারারাত্রি কারফিউড্ মেঘে,

যেন বা আবিশ্ব এই প্রকৃতিই রবীন্দ্রসাধনা ?
নয় সাধারণ্যে দিনগত বাস্তবেই সত্য মনোভাব ?
মৃত্তিকার দ্বৈত উভচর আরাধনা ?
শূন্যভাণ্ড পূর্ণে শুধু শুনি ধ্রুব গান ?
তবু শূন্য শূন্য নয়—
ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন,
একা একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে এসো মিলি সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

দিনগত পাপক্ষয়—পাপ কার ? যতই নিষ্ঠুর হোক
প্রাত্যহিক মৃত্যু শতবেশে
যত গ্লানি যত লজ্জা দুঃখশোক
নানা ছলে ছড়াক না আপাতত হতাহত দেশে,
তবুও মানব না গ্লানি এই হোক দেশব্যাপী রোখ,
গোটা বিশ্বে প্রকৃতিস্থ হব ব্যর্থ কান্না ছিঁড়ে হেসে ।

তাই শূন্য শূন্য নয়।
তাই ব্যথাময় বাষ্পে পূর্ণ রক্তাক্ত গগন ।
একা একা এ অগ্নিতে বহুলোক দীপ্তগীতে
জ্বলি জ্বালি—যদি শূন্য পূর্ণ অংশুমালী হয়,

যদি তবে সৃষ্টি তূর্ণ কথা কয়
নন্দিত ষড়্ঋতু-সমাগমে—
স্বপ্নের যা প্রকৃতই প্রাত্যহিক মানবজীবন

যেন বিশ্ব লেনিনের বিশ্ব

প্রাচী যদি প্রতীচিতে সঙ্গীতসঙ্গতি পায় তবে বাহুবন্ধ,
সঙ্গত তা হবেই তো, দুয়ে মিলে দুই নয়, রূপ পাবে বিংশতির ঘরে।

তখন কি মানুষের প্রায়-অনাদ্যন্ত সমতাবিকাশ নিতান্তই সমাজের
জৈবকাল ব্যেপে
যা দিয়েছে মানুষকে দেহভঙ্গে মনোরঙ্গে স্বতস্ফূর্ত শ্রমে ছন্দে সত্য
কর্মের আবেগে রূপ পাবে হাতে পায়ে বুকে ঘাড়ে সর্বাঙ্গে যা ঝরে
শ্রমসংহতিতে শুদ্ধ ভৈরবী বা কানাড়া বা তোড়ী সেই হরিদাস স্বরে
তানসেনী স্বরে

অথবা ঝঙ্কৃত শততন্ত্রী আলাপে বিস্তারে, উল্লাসে বা কান্না বুকে চেপে—
তখন বোঝাই যায় চৈতন্যে নিমগ্ন—কিম্বা ঊর্ধ্বায়িত সত্যে বিশ্ব সদা
এক বিশ্ব,
মূলতই যেন বিশ্ব লেনিনের বিশ্ব আজ জীবনের সর্বদেশে সর্বস্তরে।

ফলে, কেউই যেন দেহে মনে দুস্থ নয়, কারণ কেউই আর নেই নিঃস্ব ॥

হয়তো বা বেঁচে যাবে

বার্ধক্যও উপভোগ্য, অন্তত বাল্য বা যৌবনের চেয়ে।
আমরাও বিলক্ষণ বুঝি, তাই বলি তোমাদের
হক্ কথাই। কিন্তু মানি ইতিহাসে কালাপানি বেয়ে,
অথবা, বরঞ্চ বলি শাদা কালো উভ-পানি খেয়ে
ডুবুডুবু হয় সব কৃষ্ণ ও কাদের।

শহরে দুর্বহ দিন রাত্রি, যদি নিরুদ্দেশ হই নিঃস্ব গ্রামে,
সেখানেও অর্থমনর্থম্ হানে দৈনিক চাবুক।
অথচ নন্দনতত্ত্বে কথঞ্চিৎ পারদর্শী—সুনামে দুর্নামে,
কেউ কেউ বলে শুনি ভুল। কারণটা? সর্বদাই বামে

দাক্ষিণ্য ঝরে না, আর যদিই-বা ঝরে, তাতে চিন্তা স্বাভাবিক।

হয়তো-বা অতলান্ত সাগরের ঝড়ে ঝড়ে বেঁচে যাবে সাহসী নাবিক॥

দৈনন্দিনে ফাঁসির চড়কে

স্বয়ং ব্রহ্মাই, দেখি, কি আর করেন! তাই ক্লান্ত, নিরুপায়!
মনস্থির ক'রে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে যান উলটো প্রাণায়মে,—
স্বগতোক্তি করলেন কি : কি আর করার আছে? পরলোকে হায়
আমি কি একটাও ঘর পাব যার দ্বারে আছে খিল?

যেখানে 'প্রবেশ নিষেধ' নোটিস্ দেওয়া-ও সম্ভব, সমস্ত নিখিল
যেখানে অর্গলবদ্ধ? সেই লোকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কোনোক্রমে
ঢুকে পড়তে পারবেনই না। কারণ? কারণ নগ্ন নব্য দিবালোকে,
কারণ দেবতারা সব বড় কাবু সদা অন্নজলের অভাবে
এবং শ্বাসের কষ্টে—যেহেতু বায়ুই দুস্থ স্বর্গীয় নরকে।

কোথায় সুরাহা? ভাবো। দেখ প্রতিযোগী শত লুব্ধের স্বভাবে
কোথায় পাঁঠার পাল যায় আসে—পিছু পিছু একচক্ষু দানো।
চোখ রেখো, মাথা স্থির, পেশীও প্রস্তুত—ঠিক লগ্নে হানো।

চেরাপুনজি কাঁদে দেখ নিরশ্রু একালে বিশ্বব্যাপ্ত সাহারায়।
ওদিকে বিশ্বের কত লাখ ঝোলে, দোলেও কি দৈনন্দিনে ফাঁসির চড়কে?

আসন্ন সমঝোতা

পার পাবে ভাবো পাশা খেলে খেলে ?
গুপ্ত কীটের চাতুরী চেলে ?
দেখো, শেষ হাতে তুমি কুপোকাৎ !
ন্যায় মাৎ ক'রে দেবে অবহেলে !

ভুল ভাবো তুমি চার হাতে পায়ে
—কিংবা ল্যাজে ও চতুষ্পদে।
মুনাফার লোভে পশুরাও মাতে ?
অজ্ঞানে মরে স্বখাত খদে ?

আমরা না হয় জনসাধারণ (সাধারণ),
বাঁচা-মরা ভাবো তোমার হাতে ?
ভালোমানুষের রাগ অকারণ
ফাটে না, কিন্তু যখন রাগে
তখন যে দাহ বর্ষণ করে
শত্রুরা তাতে গর্তে ভাগে !

আমাদের রাগে ঘনায় একতা—
'তুচ্ছ জনতা,' ভাবছ ঘরে ?
কিংবা গদিতে ?   চোরা দপ্তরে ?

আসন্ন দেখ শেষ সমঝোতা ॥

ভুল, স্থূল, ভুল

দীর্ঘায়ু ?   তা বটে,
দীর্ঘায়ুর দুঃখও বিপুল।

অনাত্মীয় স্বার্থের চর্চায়
আমাদের সকলেরই কম-বেশী অনেক পাতক।
লক্ষ লক্ষ অপ্রাকৃত মৃত্যুর করচায়
বাঁচা-মরা লেখে একই ভুল।
সব কিছু সবারই খাতক—
দীর্ঘকাল ধ'রে তার পরম্পরা রটে, আর সর্বত্রই ঘটে।

মানুষ কি খ্যাতনামা সেই দুটি পাখী ?   যেন দুই জাতি।
তাই মানো এই বিশ্ব বিস্তৃত ও বিখ্যাত পিপুল ?

একা একা খায়ে আর অন্যকে ঠোকরায়, গান গায়
আর মারে স্বজাতিকে ধার-করা লাথি !
যেন শুধু তারাই স্নাতক আর দুনিয়া ইস্কুল !
আর, বাকি সব শ্মশানের চাখানায় বেঞ্চি চৌকি টুল !

ধোঁয়ায় দূষিত শতাব্দীরা তাই বুঝি মরে, ঝরে, উড়ে যায় !

ইতিহাস কেন এই কলুষিত ভুল, স্থূল ভুল ?

এ যাত্রা

এ যাত্রার ক্ষান্তি নেই, সেই তার এক পুরুষার্থ।

যারা এই পথ ধরে, জেনো তারা অনিবার্য ছন্দে
গূঢ় মহাকাব্যে কিংবা নাট্যে মাতে, যন্ত্রণা-আনন্দে
একাকার, যেহেতু একটিই নৃত্য—স্বার্থেও পরার্থ।

স্নতরাং নাগরিক বা গ্রামীণ গ্লানির যাথার্থ্য
যা প্রায় সবার পরিচিত, প্রায় দেখি ক্ষণে ক্ষণে
নির্বিত্ত বা কোটিপতি বস্তিতে প্রাসাদে উপবনে।
সে গ্লানিও—সারথি বলেন : সাময়িক, জেনো পার্থ!

অর্থাৎ, এ যাত্রায় যে ক্ষান্তি নেই, পদাতিক বা বিহঙ্গ
যেই হই, সারাটা জীবন এক বৈপ্লবিক গতি,
ক্রমান্বয়ে রক্তস্পন্দে অশান্তিতে স্বীয় স্বপ্ন শান্তি—
শত শত অমানুষিক মানুষ, যত মূষিক দুর্মতি
খেলাক্ না অর্থের অনর্থে শত হস্তে ভুলভ্রান্তি।

তব আশাভঙ্গে ক্রান্তি ক্রমান্বয়ে ভরে শত রঙ্গ॥

স্বখাত কাদায় মরে

বিরক্তিই ছয়প্রহর, নৈরাশ্য সর্বদা পরিহার,
প্রেমেই মানায় রাগ, চৈতন্যে জাগ্রত নটরাজ।
ঘৃণা জলে ত্রিচূড়ায়, মননে যে কৈলাসবিহার।

শুধু নিজ নিজ গ্রামে বা শহরে আবিশ্ববিরাজ
স্বায়ত্তেরই আত্মদান, তা নইলে যে সব অসম্ভব—
আবাল্য চৈতন্যে জানি, তা নইলে যে অন্তিম জরায়।
সারাটা জীবন পণ্ড, মন্দাকিনী পঙ্কিল চড়ায়।

মুক্ত মনে প্রেমে মাত্র সম্ভব যে কুমারসম্ভব।

প্রেমেই বিরক্তি তীব্র, তাই ঘৃণা তাই এত ক্রোধ ;—
কোটিতে কেন যে দশ মাথা ভাবে শেষ হবে রাম !
তাদের মূষিকমন্য দাক্ষিণ্যে বা মূলত নির্বোধ
অতিলোভে—ভাষান্তরে—কার্পণ্যে বিধিই হয় বাম !
স্বখাত কাদায় মরে, অন্তেও যে মনুষ্যত্বহীন !

গতকাল কিংবা আজও না হলেও আসন্ন সে দিন ॥

আত্মজীবনীই কল্পনা যে

বালকটিকে যে ঠিক মনে আছে, তা কি করেই বা বলি ?
আত্মজীবনীই কল্পনা যে, শিল্পও যে ছলাকলা তলে তলে হয়।
মাঘের হিমেল হাওয়া ঝরায় যে বৈশাখের কলি
আমের মুকুলে গন্ধে, তাও বুঝি আত্মকল্প স্মৃতি-বিপর্যয়।

গল্পও শুনেছি বটে, শৈশবে বা বাল্যে ও কৈশোরে
কি বলেছি কি করেছি ; কিন্তু তা সবই তো ভরাট বাড়িতে
অনেকের প্রশ্রয় কাহিনী। স্নিগ্ধ সেই স্মৃতিঘোরে
ভিড়েও নিঃসঙ্গ শিশু পৌঁছে গেল নিঃসঙ্ক খাড়ি-তে।

অনেক প্রীতিতে আর আরেক নৈঃসঙ্গ্যে ফাঁকা দুঃসাহসী মানসিকতায়
ভীরু সে বাস্তবে ভাসা পূর্ণেশূন্যে পানকৌড়ি ডোবা আর ভাসা !
বাস্তবের স্থলে কিংবা জলে আশা আর আশারিক্ততায়
ব্যক্তিতে ও নৈর্ব্যক্তিকে নৈরাশের পারাপারে ক্ষয়হীন আশা !

একালে দেয়ালিরও বাহার কম

একালে দেয়ালিরও বাহার কম,
বাহার খেলো আর বহর বেশি,
খরচা প্রবল, তবে অনির্দিষ্ট
প্রতিটি বছরেই এবং রেষারেষি,
সর্ব ব্যাপারেই ইষ্টানিষ্ট।
দিয়েগো গার্থিয়া যেমন পরদেশী।

হারজিতের প্রকাশ তাই ছাড়ায় মাত্রা।
বিশ্বপ্রেম বুঝি ব্যবসামাত্র?
হাওয়াই রথে কেন এ পদযাত্রা?
শঠের শাঠ্যেই শেঠি অমাত্য
ভরায় যে পারে সেই গোপন পাত্র।
বাকিরা অর্থাৎ জনতা ব্রাত্য।

মানুষ আমরাই, আমরা স্বদেশ—
এ দেশে এবং অনেক বিদেশে।
বাইরে দেয়ালি হোক্ না ম্লান,
মানি না ভাগ্যকে, সে বড় একপেশে—
কেউ বা উপোসী, কারো বা সরেশ
স্ফীতোদর! তারা জানে না গান॥

প্রেম এক বর্ম

নিসর্গের উচ্চাবচ সংহতির তরঙ্গে যে গতির আয়তি,
প্রহরে প্রহরে আর নিত্য নবরঙ্গে,
একাকার প্রকৃতির প্রণয় সে নন্দনে আরতি
হরগৌরী ভারতীয় মূর্তি পায় প্রাণময় সেই নটরাজের আভঙ্গে।

দৈনিক জীবনযাত্রা মানবিকে খুঁজে পায় নিজ সত্তা-গড়া ব্যূহ
—অনেকাংকাশে তারই সৃষ্টি কর্ম।
আর মাঝে মাঝে হয়তো বা ধসায় শিখর, আর উহ
তখনই তো পূর্ণিমার অমাবস্যা বৃত্ত গড়ে আঁকে প্রাণ দেয়
কারণ সে দ্বৈতাদ্বৈতে দ্বন্দ্বোত্তর প্রেম এক প্রাণময় বর্ম॥

প্রভাতের মানসের হ্রদে নীলনলিনীতে

হঠাৎ সাজেন গৌরী জবা-নেত্রী ! ত্রিলোচন নিজে তাতে ভস্ম,
মানে—প্রায় ভস্ম, অন্তে সম্বৃতই, নইলে যে একা হয়ে যান হিমকন্যা,
তাহলে যে প্রভাতের মানসের হ্রদে নীলনলিনীতে উতরোল বন্যা,
দক্ষের যজ্ঞান্তে স্বচ্ছ শুভ্রে তাই হিমানীও জাগে সূর্যস্পৃশ্য ।

ত্রিচক্ষুর ঊর্ধ্ব নেত্রে পঞ্চশর প্রত্যাহত সে প্রেম-সন্ত্রাসে,
যে প্রেম বিস্তৃত সারা বিশ্বময়—কেবা জানে তার আদি-অন্ত,
সে বিশ্বে সততা সত্য মৈত্রী সত্য বিশ্বব্যাপ্ত প্রেমের সন্ন্যাসে ।
সে বিশ্বে কোথায় পণ্য-লোভ, ক্রূর হত্যা ? সেই বিশ্বে চিরসত্য
মানসবসন্ত ॥

তাই আশা যুক্তিযুক্ত

এ যেন বা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, রচে নব্য নব্য কুরুক্ষেত্র।
ভূগোলে ও ইতিহাসে, অস্থিসার অতীতে না, দৈনিকের
বর্তমানে, আর যেন দেখা যায় সমাসন্ন ভবিষ্যতে।

একালের মানুষ যে, কোথায় চক্র বা কোথায় ত্রিনেত্র ?
মহাদক্ষযজ্ঞ কোথা ! জলে স্থলে ধ্বংস নৃত্য, মাভৈ মাভৈ
হে কিরাত, হে অর্জুন ! নাকি নারায়ণী সৈনিকের
পদযাত্রা শতকর্মে, নিত্য মানবীয় মনীষার কর্মে, ধর্মে
সত্যসেবী, মিথ্যা ভেদাভেদ ভেঙে মাতে কর্মব্রতে ?

বিশ্ব করে একাকার, বিশ্বে সকলেই মানব স্বধর্মে,
ফলে মিলে যায় বিজয়ার আলিঙ্গন ও যুদ্ধের হৈ হৈ।

এ যেন বা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রচে নিত্য নূতন পুরাণ,
যেন নবজাতকেরা গড়ে পিতৃপুরুষের ইতিহাস।
রেষারেষি লোভ পায় ঐ অতলান্ত কালীয় বিনাশ।

তাই আশা চেতনায় যুক্তিযুক্ত। বিংশোত্তর বিশ্বে বাঁচে প্রাণ ॥

স্বয়ম্ভরের শান্তি

গোটা দেশটাই থেকে থেকে যায় ভিজে !
অথচ কেউবা মুছতে পাবে জল—
অন্তত নয় সবার জন্যে।   নিজে ?
সঠিক জানে না কি যে হবে ফলাফল।

তারপরে কিবা বিচিত্র যদি খরা
লাখো লাখো ঘরে তোলে ফাঁকা হাহাকার,
যখন বাঁচাই হয়ে যায় প্রায় মরা,
রেডিও-তে টেপে ধরে কান্নার বাহার।

অথচ কোন্ না ত্রিশচল্লিশ শতক
এই কাঁদা, মরা, তবুও অবাক !   বাঁচা
কিছুতে থামে না, খালি শুধে যায় রাজার বেণের খাতক,
কিছুতে ভাঙে না পাতকের সোনা খাঁচা।

কি বলো ?   এবার ভাঙবে কি ?   না, না আণবিকে
খাঁচা ভাঙা ছাড়ো, ওতে কোথা হবে ক্ষান্তি ?
গৌণকে কেন মুখ্যে চাপাবে মানবিকে ?
মানুষ তো চায় স্বয়ম্ভরের শান্তি ॥

একটি সরল প্রশ্ন

ত্রয়োদশীর চাঁদ চলে মাঠে ও পাহাড়ে
কুঁড়ে ও কোঠাতে বাগানে হৃদয়ে।
বিদেশে শুনি চাঁদ এনেছে দখলে
মানুষ না হোক্, তবু আসলে নকলে।
মানবজীবন নয় বিদেশবিজয়ে—
বাহা রে! আহা রে! কম্‌লি না ছাড়ে!

দিনের কাজে সাঁঝে কম্‌লিদের দেখি,
তখন মানি মনে হয়তো মুখেও বা—
কোথাও আছে এক কুটিল গোলযোগ!
দু দশ টাকা ফেলে কুড়ায় তোবা তোবা!
যদিও সমাধান পায় না দুর্ভোগ—
আচ্ছা সবটাই শ্রেণীবৈষম্যে কি?

যখন বলেন তিক্তস্বরে

আত্মীয়বন্ধুরা আর অনাত্মীয় ভদ্রলোকেরাও
যখন বলেন তিক্ত স্বরে : এই শহর বা গ্রামে
দীনদুঃখীজন সব ইদানীং লোভী ও অসৎ !
কারণ আমরাই বাবু, হয়তো বা নিমচাঁদী ভাগ্যে
বাব্বীও—অর্থাৎ মহিলারা, আমরাই সৎ ও মহত্ত,
তখনও কপালজোরে দুস্থেরা তো করে না ঘেরাও—
কারণ ? কপালজোরে আমরাই যে জন্ম-ভাগ্যবান,
কারণ আমরাই শুধু ভদ্রলোক স্বনামে বেনামে
কলকাতায় মফস্বলে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে,
সচ্ছলতা সকলের নাই থাক্, বাবু বটে লাগ্যে ।

শাহেবী যুগের কিংবা আরো আগে নবাবী দিনের
আমরাই গরীবি ছেড়ে চাকুরির নির্বিঘ্ন কল্যাণে
কেউবা বাগিয়ে জমিদারি, জোতদারি, হাতটানে
ভদ্রলোক আছি আজও এই মর্ত্যে যে ভাগ্যহীনের
পালের কল্যাণে তারা, শ্রমিকেরা বেঁচে থাক্, আহা বেচারার
নিন্দনীয় হয় শুধু যেই ভাবে তারা সর্বহারা !
সুতরাং—সুতরাং কিবা বলি, রাগ মনে প্রাণে
কোথা সে দাপট গেল আমাদেরই দীনহীন গানে ?

কেন স্বস্ব তন্ত্রে থামে

এ জীবনে বহু খরা, নইলে প্রচণ্ড বন্যা ! এ জীবনে কেউ পঙ্গু অতিভোজে,
আবার সংখ্যায় বহু মানুষের অর্ধাহার কিংবা অনাহার কিংবা রাস্তায় আহার,
কারো কারো দৃষ্টি স্বচ্ছ, কে ভালো কে মন্দ মনে বোঝে,
তবে তারা স্থাণু, তারা যেন বা অক্ষম বৈঠকে মিটিঙে ব'সে খোঁজে
কি সুরাহা, আর ভাবে কোন্ দেশে মুক্ত হাওয়া, উদয়াস্তে প্রাণের বাহার !

আমাদের চিরাভ্যস্ত কলকাতায় উদয়াস্তে সূর্যও হাঁপায়
হাওয়ায় কলুষ, আর জলে স্থলে ? সর্বত্রই লোভে পাপ তথৈবচ,
অধিকন্তু অতিভিড়, নানা পরিকল্পনায় দুর্গতির ভিড়কে ফাঁপায়।
তবু সেই চিরচেনা, যেন কোনো আজন্ম বান্ধবী দেবযানী তার কচ
খোঁজে, কিন্তু কোথা ? তার সর্বাঙ্গে চৈতন্যে কলকাতার কর্কশ ক্রকচ।

এবং শহরতলি কিংবা স্ফীত মফস্বল শহরে বা শোকাতুর পলাতক গ্রামে
একই সে অস্বাস্থ্য—কি শরীরে কি চৈতন্যে, যেন কোনো মন নেই,
ভাষা নেই।
তাই আশার সময়ে হয়তো বা নিজেকেই বেচে কিনে কারো কারো মনে হয়
কোনো আশা নেই !
মনে হয় শিল্প কাব্য গান প্রত্যহের জীবনে সৌন্দর্য যেন শুধু আলো
জাগে সন্ধ্যা নামে।
—কোথা জাগে, কত দূরে ? কোথা অতি লোভে মত্ত কুরুক্ষেত্র নেই
লুব্ধ পাশা নেই ?
কোথা সেই ঐক্যতান ? কেন ভল্‌গা কেন লেনা কেন গঙ্গাপদ্মা
আজও স্বস্ব তন্ত্রে থামে ?

আহা ! তখনই তো শিল্প মুক্ত

তাই বটে, অভ্যাসের প্রায় দাস। ধরেছ প্রায়শঃ ঠিক,
যেখানে সকলে দাস, অভ্যাসে বা অভ্যস্ত অভাবে।

মানুষ এখনও বুঝি স্বয়ং সত্তার স্বাধীন স্বভাবে
সম্পূর্ণতা সংগ্রহে অক্ষম। তাই চায় কাব্যও সটীক।

তাই তাকায় এ ওর মুখে। হেতু ? সম্বন্ধ-সম্পাত
আজও যে মানবমনে, জীবনেও বিচ্ছিন্নের রাশিফল !

অথচ মনন চায় বিদগ্ধ সভ্যতা নিষ্কম্প-নিবাত,
চায় এই অনিকেত অসম্পূর্ণ সমাজের এ শিকল
ছিন্ন হোক সত্তা চায় খণ্ডিত মনের গ্লানি, এ কলুষ
দীর্ণ, চূর্ণ ফেলে দিক অতলান্ত নীল ভঙ্গিল তরঙ্গে।

আর, বিশ্বের মানবলোক সংহত করবে তার পেলব-পরুষ
—স্বার্থে আর স্বার্থের উত্তীর্ণ অর্থে ; সৌন্দর্যে ত্রিভঙ্গে
এক বিশ্বে মন হবে শৃঙ্খলবিচ্ছিন্ন অখণ্ড সঙ্গীত।

আহা ! তখনই তো শিল্প মুক্ত, শিল্পীগণ যোগীজনোচিত ॥

কিরিয়েল্

লোহাজং টিলা ত্বরিতে উৎরে, লালমাটি মেখে পায়ে
পাহাড়তলির হাট থেকে ফেরে, যাবে শালবনি গাঁয়ে
লাল পাড় বুনে লাল হল তাঁত, ওকি খুশি দম্পতি ?
তাদেরই সন্ধ্যা তাদেরই আকাশ রাঙায় অতনুরতি।

পাহাড়তলির তুঙ্গ ত্রিচূড় বাবুডিতে তিন-মাথা,
পাশের গ্রামের সংসারে যেন ত্রিবিধ ঐক্যে গাঁথা।
জামরুয়া ফেরে কৃষাণ-কৃষাণী, ফসল-পাকানো গতি,
তাদেরই সন্ধ্যা তাদেরই আকাশ রাঙায় অতনুরতি।

এই নিসর্গ আমাদের বাঁধে সাধারণ্যের গানে,
তোমার ঘরোয়া সংহতি দাও সন্ধ্যার সম্মানে—
কেবা তাঁতী চাষী কেইবা মজুর একাকার সম্প্রতি,
তাদেরই সন্ধ্যা তাদেরই আকাশ রাঙায় অতনুরতি॥

কলকাতায়
লোকসভার প্রথম নির্বাচনের পরে

মানুষের কৌতূহল অনেক রকম, পথে পথে ঘোরে,
খুঁজে ফেরে নির্বাচনী ইস্তাহার :
পাঁচ বছর আগের
দেয়ালে দেয়ালে খোঁজে ঘোর মনোযোগে
পাঁচটি বছর আগে সেবারের ইস্তাহার।
বিপুল পৃথিবী আর নিরবধি কালে
দেয়ালে দেয়ালে কোথায় সে হাজার হাজার
ইস্তাহার !
কাগজ কোথায় ঝরে ওড়ে পড়ে
চূণকামে মুছে যায়, পাঁচটি বছরে
কত সাধ কত আশা কত না নৈরাশ ঘুচে যায় !
সময় তো কম নয় পাঁচটি বছর—
সেদিনের সদ্যজাত আজ কত কথা জানে
হাঁটে, কিণ্ডের-বাগানে লেখাপড়া শেখে।

কয় বছর আগের নির্বাচনী ইস্তাহারে
খুঁজে ফেরে খেয়ালী লোকটি পূর্বাপর সত্যের প্রস্তুতি,
উদাসীন মাসে বসন্তবাহার যবে শোনা যায়
পথে পথে শিমুলে কিংশুকে।
কারণ প্রকৃতি তার সত্যবাদী প্রাণের কৌতুকে
পাতা ফুল পরাগ ওড়ায়, আর লিখে যায় প্রতিশ্রুতি
নতুন নতুন অন্তহীন জীবন বিস্তারে ॥

কান্নাহাসির ইতিহাস থেকে কয়েকটি ছড়া

দিল্লি যাত্রা

হায় ছুয়োরাণী ! এই কি কপালে মিলল ছলে !
স্বয়োরাণী শেষে বেণেবউ দিয়ে করলে মাৎ,
কাশ্মীরী চালে লুফে নিলে বালখিল্যদলে !
দেখ ছুয়োরাণী, স্বয়োরাণী চলে রাজপ্রাসাদ।

দক্ষিণে বামে

বুরিদানী গাধা মরেছে দাঁড়িয়ে, শুনেছি বটে।
দক্ষিণেবামে একী টানাটানি ! হয় নাকাল,
ডিগবাজি খায়, ভিরমি লাগায়, খবর রটে,
ছেলেরা পালায়, বেহুঁশ নহুষ দেশের তুলাল।

পূবে বুল্‌বুল্‌

"সাত ভাই চম্পা, জাগো রে !
কেন বোন পারুল, ডাকো রে ?"
"বাংলার মেয়ে আমি, পূবে বুল্‌বুল্‌—"
"সত্যের রাজকোর্টে ভাঙবে সে ভুল।"

জয়ের প্রকাশ

জয়ের প্রকাশ এই যদি হয়,
দেশে ঘোর ছুর্যোগ, নারায়ণ !
এতে মার্কস-কে ধরবে অক্ষয়
স্বর্গে অনিদ্রারোগ, নারায়ণ।

কত ভাই

বুলাভাই, ভল্লভাই শালাভাই, আর
পাত্তাভাই তাই তাই নাচে বারবার :
এদিকে করেছে বটে সকলই পাচার,
বলে : মামাবাড়ি বাছা হবেন নাচার॥

জানোয়ারির কাহিনী

(১)

ছোট ছেলে নাচে ধেই ধেই, বলে : ছেলেমানুষ !
বলে নেচে নেচে : 'চারবছর কি পাঁচবছর।'
বলে : 'নেচে চাই ইয়াংকিডুডল, চাই ফানুষ,
'পেলে বেঁচে যাই চারবছর কি পাঁচবছর।'

'দুর্ভিক্ষের স্লোগান বুঝি না দুর্মূল্যেও
জোগান কমে না, ধেই ধেই আমি ছেলেমানুষ !'
বলে : 'পচা চাল খাই-নেকো, সেই রব তুললেও
'আমার কানে তা যায় না এলে বা বেলে মানুষ।

'পাঁচটি বছর যদি পাই আমি হব বড়ো,
হাড়ের পাহাড়ে কান্নার কড়ি করি জড়ো।'
পাঁচ বছরে বা চার বছরেই এই প্রতাপ !
ন-দশে না জানি কি হবেরে ভাই ! বাপ্‌রে বাপ্‌

(২)

পার্লামেণ্ট্‌ কোথায় সেই টেম্‌স নদীর ধারে,
আবার দেখ কুরুক্ষেত্রে এই যমুনার পারে।
বোল্‌স্‌-শাহেবের কোলাকুলি, কত না সং দেশে,
কংগ্রেস তো ওয়াশিংটনে, আবার কংগ্রেসে !
রামরাজ্য-সভায় জনগণ দেখে যা ম্যাজিক !
বাবু সাজেন কৃষকপ্রজা, নিদারুণ সামাজিক।

(৩)

এত নাক উঁচু, গলাই যায় না শোনা,
স্বতন্ত্র চুলে পালক যায় না গোণা,
নিজবাসভূমে পরবাসী, সদা চাল,
আকাশের ছাদে ভাঙবে তার কপাল।

(৪)

কুবের আলয় ছাড়ি, উত্তরে আমার বাড়ি
ছিনু শিবঠাকুরের ষাঁড়,
আমাকে আনল কিনে কোনো অপরাধ বিনে,
কোথায় রে কৈলাস পাহাড় !
বড়বাজারের গলি, অসহায় বসি, চলি,
বেঁধে দিলে কোথা থেকে জোড় !
কাস্তে দিয়ে যদি দড়ি কাটো তবে কেটে পড়ি
এক ছুটে লালবাজার মোড় ॥

বামেতর

বামেই হেলেন দেবী, দাক্ষিণ্যের সুসাম্যে সর্বদা
বামে তাঁর পক্ষপাত, জীবধাত্রী বাগ্‌দেবী বরদা
ত্রিনয়নী ভ্রূকুটিতে মারেন সরোষে বামেতরে।
অবশ্য বোঝে না মূর্খ বামেতর কখন সে মরে॥

এলার্জি

অবাক সবাই ভাবি কী অধ্যবসায়,
বাক্‌দেবীকে করে দিলে মুমূর্ষু মশায়!
কীর্তিনাশা লেখা ছাপে কীর্তির আরজিতে,
জানে না বাক্‌দেবী ভুগ্ন তারই এলার্জিতে॥

স্বাধীন সংস্কৃতি

কোথা পুত্তলিকা? ভোজবাজিতে কঙ্কাল
দিকে দিকে সংস্কৃতির সাজে দ্বারপাল।
শিল্পী সাহিত্যিক সব পাপোশে বাহিরে।
সরস্বতী কেঁদে যান: ত্রাহিরে ত্রাহিরে॥

পাঁচসিকে

সিদ্ধান্ত যেই না হল, বিরাট দপ্তর
খোলা হল, দপ্তরিও ষাট কি সত্তর,
লক্ষ লক্ষ টাকা গেল এদিকে ওদিকে,
অধিকর্তা ডিম দেন কুল্লে পাঁচ সিকে॥

পেনসন্

এ চাকুরি ও চাকুরি, তবু কর্তা কন:
মাহিনার পরিবর্তে চাই না পেনসন্;
শুনেছি বেকার সবে পরলোকে স্বর্গে।
কর্তার নরকে লোভ—কমপক্ষে মর্গে॥

জমিদারিলোপ

আদিতে লেঠেল বংশ, দুপুরুষে গণ্ডেরিয়া-রাজ,
পিতাকে সভ্যতা দিলে হাজারী সুন্দরী মমতাজ।
বহু জমি বেচে দিয়ে সম্প্রতি ভূদানে দেন খোয়া
লক্ষ বিঘা, তারপরে হন বুঝি শেয়ারে বুর্জোয়া!
Quantity Changing into Quality—
গরিবেই চুরি করে, তাই খায় আর পরে বটে,
নিদেন জমায় পয়সা। তাঁর নামে মিথ্যা কথা রটে
নিষ্কাম সাধক তিনি, দশকোটি টাকা ব্যবসায়,
বিশ লাখ খরচা তাঁর, বাকি সব দেশেরই সেবায় ॥

সেনরাজ

বঙ্গ ছেড়ে গেছিলেন যে লক্ষ্মণ সেন
কতকাল পরে ফের সদরে ফেরেন!
আশুলোভে তোষামোদে করে যান স্তব,
দপ্তরে গদিতে তৈলে বৈদ্যকুলোদ্ভব ॥

পুনশ্চ সেনবংশ

কেউ বলে গুপ্তরাজবংশ, কেউ সেন
—অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেন, নয় লাউসেন।
কপোত কপোতী নন, আসেন বসেন
উচ্চবৃক্ষচূড়ে যত শকুন ও শ্যেন ॥

জানি, তবু বলব না

বাংলা কি জানি না ওরে! চোপ খবরদার!
জানি, তবু বলব না তা; খিদ্‌মদ্‌গার
বাবুর্চিরা ইংরাজিই বলে, ওরে পাজি!
চেষ্টার অসাধ্য নেই, বলি ইংরাজি॥

Beware the Jabberwock, my son!
নিবাস আজব এই কলকাতা শহরে,
ফেটে ছিঁড়ে পচে আজ ওসারে ও বহরে।
মোটা রোগা নানা পেট
পায় কত শত ভেট,
বাকি যারা কেউ মারে কেউ মরে স্বঘরে॥

আপিসে বা বাড়িতে ঢুকো না

ট্যাঁশ গরু নয়; শুধু ছোঁয়াছুঁয়ি চায় না,
আলগোছে ভালোবাসা এই তার বায়না।
সুতরাং যাও যদি আপিসে বা বাড়িতে
ঢুকো না, আলাপ কোরো নিরাপদ গাড়িতে॥

রামগরুড়ের ছানা

ধৃতরাষ্ট্র আজ রামগরুড়ের ছানা,
হাতে সে হস্তিনা নেই, মস্তি-ও যে মানা।
চোখ বুজে ভেবে যান মাথামুণ্ডুহীন,
চুইং-গম্ ছেড়ে নাকি চোষেন কুইনীন॥

তেজারতি সর্ত

লোক ভালো? হবেও বা। কিবা তার অর্থ,
ভালো মন্দ যদি হয় তেজারতি সর্ত?
বেচাকেনা গুপ্তি ক'রে মনুষ্যত্ব জমে?
অসত্য কোথায় কবে সৎ মতিভ্রমে?

নিজে মার্কস, স্বয়ং লেনিন

অজয় বিজয় ছার ! নিজে মার্কস, স্বয়ং লেনিন
জলাতঙ্ক রোগী দেখে ঘাট হয়ে গেছে বাবা ব'লে
আমোদ প্রমোদ পরিহার করে দেখি যান চ'লে
সহিষ্ণুর রাজ্যে—কালরাত্রি হবে ভোর একদিন ॥

খেল্ চলে সর্বত্র, ভাই-হে

এ তো বড় রঙ্গ ! দেখ খেল্ চলে সর্বত্র, ভাই-হে !
দিল্লি বলে, ভঙ্গবঙ্গে ধনেপ্রাণে নিহত সবাই।
পিকিং বেতারে নাকি বাবুদের করেছে জবাই।
এদিকে অমুক দেখে তমুকের তমশুকে সি-আই-এ ॥

ধোলাই ঝালাই

এ বলে ধোলাই দেব, ও বলে ঝালাই,
বক্ষ জাপটে থাকে প্রাণের বালাই।
চতুর্দিকে কী উদ্‌ভ্রান্তি !
কারো বা মালাই শান্তি !
পালাই পালাই বলে কানাই বলাই ॥

কোথায় এদের ডেরা

এদিকে ওদিকে কোথায় এদের ডেরা ?
দূর বর্কলিতে, মার্কিনী কেম্ব্রিজে
আগুন লাগায় সে-ও কি নক্‌সালেরা ?
রং ছোঁড়ে ? কপি নয়, কপ্ যায় ভিজে ?

দায়ী কে ? না, ঐ কম্যুনিস্ট

হেসেছেন সেই কবে আমাদের লীলাময় রায়—
বানে ভাসে দেশ, দায়ী কে ?   না ঐ কম্যুনিষ্টি !
তারাই আবার দায়ী, যদি দেশে না হয় বৃষ্টি !
—এখন সবাই নকসাল্ বলে চারদিকে চায়।
এবারও বলুন আমাদের প্রিয় লীলাময় রায় ॥

বড়ে খান ছোটে খান্—:

বড়ে খান্ দিবানিশি পাশে রাখে আয়না,
আর চোখ রাঙিয়ে সে ধমকায় নিজেকে—
কেন ছায়া তারই মতো !   কেন মুখটা বেঁকে ?
লাফায় হাঁপায় ভাঙে।   অদ্ভুত বায়না।

বলে : ওটা আরবী না উর্দু বা ফারশি,
তাই গোটা চেহারাটা ভীষণ দেখাচ্ছে !
বলে : চাই স্বতন্ত্র হত্যার আরশি—
বড়ে খান্ চেঁচাচ্ছে, খাচ্ছে ও নাচছে।
খান্‌শাহী আরশি বা বাঙালির আয়না,
ওহে বড়ে শা'ব এক চিজ, বৃথা বায়না।
দেখ ক্ষেপে নাচছে ও লাশ্ তুলে খাচ্ছে।
বড়ে খান্ ছোটে খান্ হাঁকে : হম্ হায়েনা ॥

জয়ের প্রকাশ খোঁজে

এখনও কি গোটা দেশ ম'রে ম'রে বাঁচে ?
থেকে থেকে মেতে ওঠে আবার ঝিমায় ?
দুঃখের অবধি চায়, দুইহাতে যাচে ?
জয়ের প্রকাশ খোঁজে মধুর বীমায় ?